বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা

বনাম

দেবেন্দ্র শর্মা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৮৭৯)

১৭ই অক্টোবর,২০১৯

[এল নাগেশ্বর রাও এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইন: নিয়োগ - অবৈধ নিয়োগ - বেতন বা আনুষঙ্গিক পেনশন অধিকার এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার দাবি -স্থির করেঃ সরকারি চাকরিতে বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধার অধিকার সম্পূর্ণরূপে সংবিধিবদ্ধ প্রকৃতির - এই অধিকারগুলি একটি বৈধ এবং আইনি নিয়োগ থেকে উদ্ভূত হয় - একবার যদি দেখা যায় যে নিয়োগটি নিজেই অবৈধ এবং আইনের চোখে 'নন-এস্ট', তাহলে বেতন বা আনুষঙ্গিক পেনশন অধিকার এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার জন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ দাবি উঠতে পারে না - স্বাস্থ্য বিভাগের দ্বিতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় একটি কমিটি প্রতিবেদনে নিয়োগগুলিকে অনিয়মিত নিয়োগ, অবৈধ নিয়োগ এবং জাল চিঠির মাধ্যমে নিয়োগ বলে উল্লেখ করে - এর ভিত্তিতে, জাল নথির মাধ্যমে যারা চাকরি পেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়েছিল, এবং যাদের নিয়োগ অবৈধ ছিল তাদের চাকরিচ্যুত করা হয় - অন্যদিকে, অনিয়মিতভাবে নিযুক্তদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল - এর বিরুদ্ধে দায়ের করা রিট পিটিশনে, কমিটির প্রতিবেদন বাতিল করা হয়েছিল এবং কর্মীদের পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল - যে নিয়োগগুলিকে 'অনিয়মিত' বলা হয়েছিল, সেগুলিকে আদালত আসলে 'অবৈধ নিয়োগ' হিসেবে গণ্য করেছে - কারণ কোনো অনুমোদিত পদ ছিল না, যোগ্য সকল প্রার্থীকে আবেদন করার এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি এবং নিয়োগের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি - এই ধরনের নিয়োগগুলি ছিল 'ব্যাকডোর এন্ট্রি', যা স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্বের কাজ - অতএব, কোনো বিচারিক মানদণ্ডে এগুলিকে অনিয়মিত নিয়োগ বলা যায় না, বরং এগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা অবৈধ নিয়োগ - এছাড়াও, যেহেতু কর্মীরা প্রায় ২৫ বছর ধরে কাজ করছেন, তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা এবং তাদের পরিষেবা নিয়মিত করে পেনশন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধার অধিকারী করার দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্য কর্তৃক আপিল মঞ্জুর করে এবং প্রার্থীদের আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করে:১.১. সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের জন্য রাজ্যে কোনো সংবিধিবদ্ধ নিয়ম নেই - নিয়োগের বিষয়টি কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় - বিহার স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল এর প্রথম অধ্যায়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের সংগঠন এবং কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে - উল্লেখ করা হয়েছে যে ১লা মে ১৯৫৩ সাল থেকে চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলিকে একত্রিত করে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালক এর অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগ নামে একটি বিভাগে পরিণত করা হয় - উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকই অধস্তন চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভাগের সমস্ত অ-গেজেটেড নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ - পরিচালককে সহায়তা করার জন্য, একজন অতিরিক্ত পরিচালক এবং তিনজন উপ-পরিচালক রয়েছেন অন্যান্য গেজেটেড কর্মকর্তাদের সাথে, যাদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সহকারী পরিচালক (এম. এবং সি.এইচ.) অন্তর্ভুক্ত।

১.২. রাজ্য কর্তৃক ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর অস্থায়ী পদে অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিযুক্ত সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাই সংক্রান্ত - এরপর, ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের পদ্ধতির জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় - চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে - ১৯৯২ সালের ২০শে জানুয়ারি, রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বদলি এবং পদায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কর্মচারীদের জেলা স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে - জানানো হয় যে বদলি এবং পদায়ন যথাসম্ভব নিয়োগকারী কর্মকর্তার এখতিয়ারের মধ্যেই থাকবে - উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারি আদেশগুলির ভিত্তিতে, যুক্তি দেওয়া হয় যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলেন স্বাস্থ্য সেবা পরিচালক - তবে, কিছু অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদের বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি - বিহার স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল এর প্রথম অধ্যায়ের ১৩(গ) ধারার শর্ত অনুযায়ী সহকারী পরিচালককে প্রদত্ত ক্ষমতা সহকারী পরিচালক (জনস্বাস্থ্য) কে অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সহকারী এবং টিকাদানকারী (ভ্যাকসিনেটর) এর মতো অ-গেজেটেড মহামারী কর্মীদের নিয়োগের ক্ষমতা দেয়, তবে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে।

অশ্বিনী কুমারের মামলায় একটি তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ২২৫০টি পদ অনুমোদিত ছিল যেখানে ৬০০০টি নিয়োগ করা হয়েছিল - ২০-দফা কর্মসূচির অধীনে যক্ষ্মা নির্মূল একটি জরুরি কার্যকলাপ ছিল না যা সহকারী পরিচালককে বিপুল সংখ্যক নিয়োগ করার ক্ষমতা দিতে পারে - কিন্তু আবারও, এই ধরনের জরুরি ক্ষমতা শুধুমাত্র অনুমোদিত পদগুলির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১.৩. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আসে ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি সহ, যা নির্দেশ করে যে সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ; জেলা সংগ্রাহক এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের সমতুল্য পদাধিকারী কর্তৃক সাধারণ মেধা তালিকা থেকে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে - স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের অধস্তন কার্যালয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর-এএম, ম্যানুয়ালের বিধান এবং অশ্বিনী কুমারের মামলায় এই আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি উভয় অনুযায়ী তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর পদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করার জন্য যোগ্য ছিলেন না।

১.৪. যদিও কিছু নিয়োগ দেওয়ানী সার্জন কর্তৃক করা হয়েছে যা অনস্বীকার্য কারণ তিনি একজন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন - কিন্তু বলা হয় যে সরকারি পদ পূরণের জন্য কোনো প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়নি - সরকারি পদগুলিতে কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং কোনো অনুমোদিত পদ না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হয়েছিল - এটি বলা যায় না যে কিছু নিয়োগ আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর কর্তৃক করা হয়েছে কারণ সহকারী পরিচালকের চারটি পদ আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে রূপান্তরিত হয়েছিল - সহকারী পরিচালকের পদ স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদগুলির বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থা ব্যতীত নিয়োগের কোনো ক্ষমতা অর্পণ ছাড়াই প্রদান করা হয়েছিল - এই ধরনের আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরকে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদের বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি - অতএব, সহকারী পরিচালক জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত অনুমোদিত পদগুলির বিরুদ্ধে নিয়োগ করার জন্য অযোগ্য ছিলেন এবং আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরও তাই।

১.৫. এসএলপি (দেওয়ানী) নং ২০০৩৩/২০১২ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলে, উত্তরদাতাকে ডেপুটি ডিরেক্টর-এএম কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত এই ধরনের নিয়োগকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে - নিয়োগগুলি পুনরায় পরীক্ষা করার কোনো কারণ নেই - এই ধরনের নিয়োগগুলি অশ্বিনী কুমার মামলায় বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে - অতএব, উত্তরদাতার পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি হবে না।

অশ্বিনী কুমার ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৯৭) ২ এসসিসি ১ : [১৯৯৬] ১০ সম্পূরক এসসিআর ১২০ – উল্লিখিত।

১.৬. এটি মেনে নেওয়া যায় না যে কর্মীরা বহু বছর ধরে, কেউ কেউ ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, তাই বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে এবং তাদের পরিষেবা নিয়মিত করে তাদের অবসর ভাতা এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধার অধিকারী করার জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত - যেখানে মূল ভিত্তিই অস্তিত্বহীন, সেখানে বেতন দাবির আকারে তার কোনো শাখা থাকতে পারে না - সরকারি চাকরিতে বেতন, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আইনগত প্রকৃতির - অতএব, বেতন সহ এই অধিকারগুলি, পদে একটি বৈধ এবং আইনি নিয়োগ থেকে উদ্ভূত হয় - একবার যদি দেখা যায় যে নিয়োগটি নিজেই অবৈধ এবং আইনের চোখে বাতিল, তাহলে বেতন বা আনুষঙ্গিক অবসর ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার জন্য কোনো আইনগত দাবি উঠতে পারে না।

রীতা মিশ্র ও অন্যান্যরা বনাম পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বিহার ও অন্যান্যরা এআইআর ১৯৮৮ পাটনা ২৬ – অনুমোদিত।

১.৭. করা নিয়োগগুলি পাঁচ সদস্যের কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে - ৯১ জন প্রার্থীকে অনিয়মিত নিয়োগের ঘটনা হিসেবে পাওয়া গেছে - এই ধরনের প্রার্থীরা চাকরিতে বহাল রয়েছেন - বর্তমান আপিলের সেটের কোনো প্রার্থীই দেখাতে পারেননি যে তাদের সরকারি নিয়োগের শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং যোগ্য সকল প্রার্থীকে আবেদন করার সুযোগ দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল।

১.৮. এটি বলা যায় না যে কর্মীদের নিয়োগ ছিল অনিয়মিত নিয়োগ - এই ধরনের নিয়োগগুলি উমা দেবীর মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অনুপাত অনুসারে অবৈধ নিয়োগ - কারণ এই ধরনের নিয়োগগুলি কোনো অনুমোদিত পদ ছাড়াই, যোগ্য সকল প্রার্থীকে আবেদন করার এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং নিয়োগের কোনো পদ্ধতি ছাড়াই করা হয়েছিল।

এই ধরনের নিয়োগ ছিল অনৈতিকভাবে প্রবেশ, স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্বের কাজ - এবং এইভাবে কোনো বিচারিক মানদণ্ডে এগুলিকে অনিয়মিত নিয়োগ বলা যায় না, বরং এগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা অবৈধ নিয়োগ।

সচিব, কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম উমাদেবী (৩) ও অন্যান্যরা (২০০৬) ৪ এসসিসি ১ : [২০০৬] ৩ এসসিআর ৯৫৩ – নির্ভর করা হয়েছে।

১.৯. ১২ই জুলাই ২০১১ তারিখের আদেশ বা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য অনুরূপ আদেশ আইনত সমর্থনযোগ্য নয় এবং এইভাবে বাতিল করা হলো - ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের হাইকোর্টের আদেশে কোনো ত্রুটি নেই।

বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম পুরেন্দ্র সুলান কিট ও অন্যান্যরা ২০০৬ এসসিসি অনলাইন পাট ২৯০; কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম এম.এল. কেসারি ও অন্যান্যরা (২০১০) ৯ এসসিসি ২৪৭ : [২০১০] ৯ এসসিআর ৫৪৩; বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম বিনয় কুমার সিং ও অন্যান্যরা [২০১১] ৩ পিএলজেআর ৫৪৭ ; বিহার রাজ্য বনাম কীর্তি নারায়ণ প্রসাদ ২০১৮ এসসিসি অনলাইন এসসি ২৬১; রাম সেবক যাদব ও আরেকজন বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা ২০১৩ ল্যাব আইসি ১৬০৭ (এফবি); রীতা মিশ্র ও অন্যান্যরা বনাম পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বিহার ও অন্যান্যরা এআইআর ১৯৮৮ পাটনা ২৬; আর. বিশ্বনাথ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০০৪) ২ এসসিসি ১০৫ : [২০০৪] ১ এসসিআর ৩৬০ ; ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম মানশু কুম্ভকর (২০০৭) ৮ এসসিসি ২৪৯ : [২০০৭] ৯ এসসিআর ১০৬৯ ; বিহার রাজ্য বনাম উপেন্দ্র নারায়ণ সিং ও অন্যান্যরা (২০০৯) ৫ এসসিসি ৬৫ : [২০০৯] ৪ এসসিআর ৮৬৬ ; ভারত ইউনিয়ন ও আরেকজন বনাম রঘুবর পাল সিং (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৪৬৩ : [২০১৮] ৪ এসসিআর ১০১২; নিধি কাইম ও আরেকজন বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১৭) ৪ এসসিসি ১ : [২০১৭] ২ এসসিআর ৫২৭; চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা বনাম জগদীশ বলরাম বাহিরা ও অন্যান্যরা (২০১৭) ৮ এসসিসি ৬৭০ : [২০১৭] ১১ এসসিআর ২৭১ – উল্লিখিত।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[১৯৯৬] ১০ সম্পূরক. এসসিআর ১২০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১০] ৯ এসসিআর ৫৪৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১১] ৩ পিএলজেআর ৫৪৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৭

২০১৩ ল্যাব আইসি ১৬০৭ (এফবি)	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৯
এআইআর ১৯৮৮ পাটনা ২৬	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৩৬
[২০০৪] ১ এসসিআর ৩৬০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৭
[২০০৭] ৯ এসসিআর ১০৬৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৯
[২০০৯] ৪ এসসিআর ৮৬৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪০
[২০১৮] ৪ এসসিআর ১০১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪১
[২০১৭] ২ এসসিআর ৫২৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪২
[২০১৭] ১১ এসসিআর ২৭১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪৩
[২০০৬] ৩ এসসিআর ৯৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৪

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৮৭৯।

২০১০ সালের এল.পি.এ. নং ১৭৪১-এ পাটনা হাইকোর্টের ১২.০৭.২০১১ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৮৮৩, ৭৮৮৪, ৭৮৮০, ৭৮৮১, ৭৮৮২, ৭৮৮৬, ৭৮৮৫, ৭৮৮৭, ৭৮৮৮, ৭৮৮৯, ৭৮৯০, ৭৮৯১, ৭৮৯২, ৭৯০৭, ৭৮৯৩-৭৯০০, ৭৯০১, ৭৯০৬, ৭৯০২-৭৯০৩, ৭৯০৪, ৭৯০৫, ৭৯১১-৭৯১৩, ৭৯০৮, ৭৯১০, ৭৯০৯, ৭৬১১, ৭৯১৯, ৭৯১৪, ৭৯১৫-৭৯১৬, ৭৯৩৩, ৭৯৩২, ৭৯১৭, ৭৯২০, ৭৯১৮, ৭৯২১, ৭৯২৭, ৭৯২৫, ৭৯২৪, ৭৯২২, ৭৯২৩, ৭৯২৬, ৭৯২৮, ৭৯২৯, ৭৯৩০, ৭৯৩১, ৭৯৩৪, ৭৯৩৫ সহ।

আর. ভেঙ্কটরামানি, সুনীল কুমার, প্রবীণ আইনজীবীগণ, মোহিত কুমার শাহ, অজয় কুমার তালেসারা, বিপিন কুমার ঝা, জামশেদ বে, একাংশ বনসল, শ্রীমতী বন্দনা সিং, রঞ্জন মুখার্জি, অজয় কুমার সিং, গৌরব আগরওয়াল, সঞ্জিত কে. ত্রিবেদী, বিপুল কুমার জয়, দেবাশীষ ভারুকা, অখিলেশ কুমার পান্ডে, অভিনব মুখার্জি, যশরাজ বুন্দেলা, প্রবীন ভিগ্নেশ, রাজীব কুমার, সঞ্জীব গুপ্তা, রামেশ্বর প্রসাদ গোয়াল, কৃষ্ণা এম. সিং, শৈলেশ মাদিয়াল, রাজীব কুমার, সঞ্জীব গুপ্তা, কার্তিক আনন্দ, মনু শঙ্কর মিশ্র, অভয় প্রকাশ সাহায়, জামনেশ কুমার, হিমাংশু শেখর, বিনয় কুমার দাস, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দাস, রাম একবাল রায়, সৌরভ উপাধ্যায়, শ্রীমতী আকাঙ্ক্ষা বর্মা, এস. কে. বর্মা, নবীন প্রকাশ, এ. কে. যাদব, জিতেন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীমতী রুমি চন্দ্র, অনুজ রাজপুত, কেদার নাথ ত্রিপাঠী, পাহলাদ সিং শর্মা, রোহিনী প্রসাদ, নিশান্ত কুমার, নীতিশ শেখর, শ্রীমতী প্রতিষ্ঠা বিজ, শ্রীমতী বিভু শর্মা,

সামর্থ খন্না, কুসুম চৌধুরী, এন. রাই, শান্তনু সাগর, প্রেরণা সিং, চন্দন কুমার, এস. কে. পাব্বি, শ্রীমতী শিখা রায়, রমেশ তিওয়ারি, গোপাল সিং, শিখিল সুরি, শিব কুমার সুরি, নবীন প্রকাশ, কেদার নাথ ত্রিপাঠী, সিমিতা মুখার্জি, হিতেশ কুমার শর্মা, শ্রীমতী মীনাক্ষী দাস, কে. ভি. মোহন, চন্দন কুমার, ঋতুরাজ চৌধুরী, চন্দ্র প্রকাশ, আইনজীবীগণ - উপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

হেমান্ত গুপ্তা, বিচারপতি১. এই রায় দুটি আপিলের নিষ্পত্তি করবে; একটি রাজ্যের পক্ষ থেকে পাটনা[১] হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ২০১২ সালের ১২ই জুলাইয়ের আদেশ থেকে উদ্ভূত, যার মাধ্যমে ২০০৯ সালের ৬ই অক্টোবরের একক বিচারকের আদেশকে বিরোধিতা করে রাজ্যের দায়ের করা আপিলগুলি খারিজ করা হয়েছিল। অন্য আপিলটি ২০১৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ থেকে উদ্ভূত, যার মাধ্যমে ২০০৯ সালের ৬ই অক্টোবরের একক বেঞ্চের আদেশটি বাতিল করা হয়েছিল। অন্যান্য তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আরও কিছু আপিল বিচারাধীন রয়েছে।

২. যেহেতু আপিলগুলির বিষয়বস্তু একই বা অনুরূপ ঘটনা থেকে উদ্ভূত, তাই এই আপিলগুলি একসাথে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. বর্তমান আপিলগুলির সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো যে, বিহার সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে ১৯৯০ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর পদে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কর্মচারীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, যার ফলে হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়। মামলাগুলির প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছিল এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চের 'অশ্বিনী কুমার ও অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা[২]' মামলায় প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে। এই আদালত ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বর এর সরকারি আদেশ এবং ১৯৮৩ সালের ২৫শে মার্চ এর সরকারি প্রস্তাব বিবেচনা করার পর রায় দেয় যে, ড. মল্লিক কর্তৃক করা নিয়োগগুলি স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালি, বাতিল এবং অকার্যকর ছিল। এটিও বলা হয়েছিল যে, অনুমোদিত পদের অভাবে কোনো নিযুক্ত ব্যক্তির কোনো অর্জিত অধিকার নেই। রায় দেওয়া হয়েছিল যে পুরো প্রক্রিয়াটি একটি অননুমোদিত দুঃসাহসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শূন্য থেকে কিছুই আসতে পারে না। 'এক্স নিহিলো নিহিল ফিট'- অর্থাৎ, শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই থাকে।

---

[১] সংক্ষেপে'হাইকোর্ট

[২] (১৯৯৭) ২ এস.সি.সি ১

কর্মচারীদের এই "আর্মি"কে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে সরকারি প্রশাসনে জনগণের আস্থা ভেঙে না যায় এবং স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ বৈধতা না পায়।

৪. এরপর, আরও একটি পর্যায়ে, পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ 'বিহার রাজ্য ও অন্যান্য বনাম পুরেন্দ্র সুলান কিট ও অন্যান্যরা' ([৩]) মামলায় প্রায় ৮১৯টি লেটার্স পেটেন্ট আপিল এবং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করে। হাইকোর্ট লক্ষ্য করে যে, একই সময়ে স্বাস্থ্য বিভাগে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে প্রবেশ "ব্যাকডোর" পদ্ধতির মাধ্যমে হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে, জাল ও মিথ্যা নিয়োগপত্র অথবা প্রকৃত নিয়োগ ছাড়াই বদলির আদেশের মাধ্যমে এই নিয়োগগুলো হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে, অনুমোদিত পদ না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করার ক্ষমতা নেই এমন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছিল। হাইকোর্ট বিহার সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগকে নির্দেশ দেয় যে, তারা প্রভাবিত কর্মীদের মামলাগুলো পুনরায় যাচাই করবে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং এই আদালত কর্তৃক 'সচিব, কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম উমাদেবী ([৩]) ও অন্যান্যরা ([৪]) মামলায় ঘোষিত আইনের ভিত্তিতে। হাইকোর্টের রায় ছিল নিম্নরূপ:

"১০. রাজ্য বা প্রভাবিত কর্মীদের দ্বারা দায়ের করা সমস্ত লেটার্স পেটেন্ট আপিল এবং প্রভাবিত কর্মীদের দ্বারা দায়ের করা সমস্ত রিট পিটিশন এই সাধারণ রায় এবং আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হলো। বিহার সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা সমস্ত প্রভাবিত কর্মীদের মামলাগুলি পুনরায় বিবেচনা করবে, যাতে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং 'সচিব, কর্ণাটক রাজ্য বনাম উমাদেবী (উপরে উল্লিখিত)' মামলার সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশেষ করে রায়ের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোন প্রভাবিত কর্মীরা নিয়মিতকরণের জন্য উপযুক্ত তা খুঁজে বের করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যদি কোনো ভালো কারণে সময়সীমা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে উত্তরদাতা রাজ্যকে সেই উদ্দেশ্যে একটি আবেদন দাখিল করতে হবে এবং এই আদালতের কাছ থেকে সময় বাড়ানোর অনুমতি চাইতে হবে। প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, বিহার রাজ্য এবং তার কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত কর্মীদের সেবার বর্তমান অবস্থা বজায় রাখবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই রায় এবং আদেশের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং

---

[৩] ২০০৬ এস. সি. সি অনলাইন প্যাট ২৯০

[৪] (২০০৬) ৪ এস.সি.সি. ১

তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ প্রভাবিত কর্মীদের সেবার অবস্থা পরিবর্তিত হবে।"

৫. সেই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য স্বতন্ত্র মামলার তথ্য যাচাই করার জন্য পাঁচজন কর্মকর্তার[৫] একটি কমিটি গঠন করে। রাজ্য কমিটির দুজন সদস্য কার্যক্রমে অংশ নেননি বা প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেননি, কিন্তু বাকি তিনজন সদস্য ২০০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে তাদের প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিটি স্বতন্ত্র মামলার তথ্য বিবেচনা করার পর, কর্মচারীদের নিম্নলিখিত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল:

(ক) জাল নথির মাধ্যমে প্রাপ্ত চাকরি;

(খ) অবৈধ নিয়োগ; এবং

(গ) অনিয়মিত নিয়োগ।

৬. রাজ্য কমিটি ৯১টি অনিয়মিত নিয়োগের ঘটনা, ২২৮টি অবৈধ নিয়োগের ঘটনা এবং ৩৫৮টি জাল নিয়োগপত্রের ঘটনা খুঁজে পায়। রাজ্য কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, জাল নথির মাধ্যমে প্রাপ্ত চাকরি এবং অবৈধ নিয়োগের বিভাগে পড়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবার বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়, যেখানে ৯১ জন প্রার্থী যাদের নিয়োগ অনিয়মিত বলে প্রমাণিত হয়েছিল তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজ্য কমিটির এই প্রতিবেদন এবং বরখাস্তের আদেশগুলি পৃথক রিট আবেদন দায়ের করে একক বিচারকের বেঞ্চে বিরোধিতা করা হয়েছিল। প্রধান মামলাটি ছিল সিডব্লিউজেসি নং ৬৫৭৫/২০০৯। এই সমস্ত রিট আবেদন ২০০৯ সালের ৬ই অক্টোবরে মঞ্জুর করা হয়, যার মাধ্যমে ২০০৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে তিন সদস্যের জমা দেওয়া প্রতিবেদন বাতিল করা হয় এবং কর্মচারীদের পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়।

৭. ২০০৯ সালের ৬ই অক্টোবরের আদেশটি হাইকোর্টে কিছু আন্তঃ-আদালত আপিলে রাজ্য কর্তৃক বিরোধিতা করা হয়েছিল। এই আপিলগুলি ২০১১ সালের ২৯শে মার্চ খারিজ করা হয়, যার মধ্যে একটি কারণ ছিল যে তদন্তটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পরিচালিত হয়েছিল কারণ শুধুমাত্র তিনজন সদস্য প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন। এইভাবে রায় দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের বরখাস্ত এই আদালতের 'কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম এম.এল. কেসারি ও অন্যান্যরা'([৬]) মামলার রায়ের পরিপন্থী। এটি পাওয়া গিয়েছিল যে যেহেতু রিট আবেদনকারীরা দশ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন, তাই তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের অধিকারী। এই রায়টি 'বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম বিনয় কুমার সিং ও অন্যান্যরা' ([৭]) নামে পরিচিত।

---

[৫] সংক্ষেপে, 'রাজ্য কমিটি'

[৬] (২০১০) ৯ এস. সি. সি ২৪৭

[৭] ২০১১ (৩) পি. এল. জে. আর ৫৪৭

৭. এই আদালত 'বিহার রাজ্য বনাম কীর্তি নারায়ণ প্রসাদ' ([৮]) মামলায় ২০১১ সালের ২৯শে মার্চের আদেশ থেকে উদ্ভূত কিছু আপিল মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে, রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা অনেক আপিল হাইকোর্ট কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে খারিজ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২০১০ সালের ৩০শে জুন, ২০১১ সালের ১২ই জুলাই, ২০১১ সালের ১৪ই জুলাই, ২০১১ সালের ২০শে জুলাই, ২০১৩ সালের ১৫ই এপ্রিল, ২০১৩ সালের ৩০শে অক্টোবর এবং ২০১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর অন্তর্ভুক্ত, যা বর্তমান আপিলগুলির বিষয়বস্তু।

৮. একক বিচারকের দেওয়া আদেশটি এলপিএ নং ১৬২৩/২০০৯ এবং অন্যান্য আপিলেরও জন্ম দেয়। এই আপিলগুলো ২০১০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সম্মতির ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হয়েছিল, যেখানে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় শ্রী উদয় সিনহার সভাপতিত্বে একটি একক কমিটি নিয়োগের প্রকৃতির বিভিন্ন তথ্য যাচাই করার দায়িত্ব পায়, যাতে তাদের নিয়োগের বৈধতা এবং চাকরিতে বহাল থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। পরবর্তীতে, এলপিএ নং ৫৬০/২০১০ এবং কিছু অন্যান্য আপিল ২০১০ সালের ২৩শে মার্চ উল্লিখিত এলপিএতে প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু কোনো সম্মতি ছাড়াই মঞ্জুর করা হয়েছিল। উক্ত আদেশগুলি এই আদালতে দেওয়ানী আপিল নং ৬৪৮৪/২০১১ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিরোধিতা করা হয়েছিল। এই আদালত ২০১১ সালের ৮ই আগস্ট আপিলগুলো মঞ্জুর করে, যার মধ্যে একটি কারণ ছিল যে সম্মতি ছাড়া এলপিএ নং ১৬২৩/২০০৯ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আপিলের শর্তাবলী অনুযায়ী আপিল নিষ্পত্তি করা যায় না। আপিলগুলো নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছিল। এর পরেই, ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর একটি আদেশ পাস করে যা ২০০৯ সালের ৬ই অক্টোবরের একক বেঞ্চের আদেশ বাতিল করে।

৯. ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় যে নিয়োগগুলি অবৈধ এবং শুরু থেকেই বাতিল হওয়ায়, পরিষেবাগুলি নিয়মিত করা যাবে না এবং বিনয় কুমার সিং মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় 'রাম সেবক যাদব ও আরেকজন বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা ([৯]) মামলার পূর্ণ বেঞ্চের রায়ের পরিপন্থী। উল্লিখিত পূর্ণ বেঞ্চের মামলায়, আপিলকারীদের বর্তমান আপিলগুলির মতোই স্বাস্থ্য বিভাগে দেওয়ানী সার্জন কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের নিয়োগ অবৈধ হওয়ার কারণে ২০০১ সালে তাদের চাকরি বাতিল করা হয়েছিল। হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৪১. সরকারি পদে নিয়োগের জনক্ষমতা জনমঙ্গলের জন্য দেওয়া হয়। ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক আস্থার সাথে দেওয়া হয়, যাতে এটি ব্যবহৃত হয় এবং অপব্যবহার না হয়।"

[৮] ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২৬১

[৯] ২০১৩ ল্যাব আই. সি ১৬০৭ (এফ. বি)

যদি বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, তাহলে সরকারি কর্মচারীর উপর অর্পিত সুরক্ষা খর্ব হয়। তখন জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা কর্মকর্তার ব্যক্তিগত হয়। সরকারের উচিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ দেওয়ানি/ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া। নিয়োগের অবৈধতা একতরফা নয়। যদি কেউ চাকরির জন্য মূল্য দিতে ইচ্ছুক থাকে, তবে অন্য কেউ মূল্য নির্ধারণ করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার অপেক্ষায় থাকে। এই কারণেই বেশিরভাগ নিয়োগ তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদগুলির সাথে সম্পর্কিত। সরকার যে মানদণ্ডে কাজ করার অঙ্গীকার করে, সেই একই মানদণ্ডে তার কাজ বিচার করা হবে। অতএব, যখনই সরকার কোনো নিয়োগকে অবৈধ বলে বাতিল করে, তখন সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্য হলো একই সাথে সেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যারা সরকারের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। যারা রোদ থাকতে খড়কুটো সংগ্রহ করেছে, তাদেরও অন্ধকার মেঘলা দিন দেখতে হবে...

xx xx xx

৪৪. আবেদনকারীদের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী প্রক্রিয়া দ্বারা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, কোনো প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ছাড়াই, ব্যক্তিগত অনুগ্রহ হিসেবে। এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই যা প্রমাণ করে যে তাদের শূন্য অনুমোদিত পদের বিপরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল। তাদের (উমা দেবী) (উপরে উল্লিখিত) মামলার আগে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তারা আদালতের কার্যধারার জোরে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে চেয়েছিল এবং তাই তারা ৫৩ অনুচ্ছেদের সুবিধার অধিকারী নয়। জাল নিয়োগের অনুসন্ধানের জন্য কোনো পদ্ধতিগত অনিয়মের প্রশ্ন তাই অপ্রাসঙ্গিক।

১০. ডিভিশন বেঞ্চ তার ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের আদেশে, সেই আদালতের পূর্ণ বেঞ্চের রায় অনুসরণ করে, যা এখন এই আপিলগুলিতে কর্মচারীদের বিরোধিতাের বিষয়, নিম্নরূপ রায় দেয়:

"...উল্লিখিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার, তার বিবেচনা অনুযায়ী, পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত, মাত্র তিনজন সদস্য তদন্তে বসেছিলেন; তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন এবং তাদের প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। আমরা এমন কোনো কারণ দেখছি না যার জন্য উক্ত প্রতিবেদন বিশ্বাস করা যাবে না বা এটিকে অবৈধ বা অকার্যকর বলে গণ্য করা হবে। এটি অনস্বীকার্য যে রাজ্য কমিটি প্রভাবিত কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করার এবং শুনানির সুযোগ দিয়েছিল। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে চলা হয়েছে, তাই এই আদালতের রাজ্য কমিটি কর্তৃক নথিভুক্ত অনুসন্ধানকে অবিশ্বাস বা হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়।

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

এটি লক্ষণীয় যে রিট আবেদনকারীরা রাজ্য কমিটি কর্তৃক নথিভুক্ত তথ্যকে বিরোধিতা করেনি, অথবা অন্তত মামলার ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি ভুল তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। আমরা কেবল দেওয়ানী সার্জন-কাম-চিফ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক সংঘটিত অবৈধতার প্রকৃতি বোঝানোর জন্য একটি মামলার ঘটনা নথিভুক্ত করেছি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, রাজ্য সরকার কর্তৃক বারবার করা অনুসন্ধানে এই ধরনের সমস্ত নিয়োগ অবৈধ এবং শুরু থেকেই বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদি এই ধরনের তথ্য ভুল হওয়ার কোনো জোরালো প্রমাণ না থাকে, তবে এই আদালত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই তথ্যে হস্তক্ষেপ করবে না।

বর্তমান রিট আবেদনগুলির ক্ষেত্রে, কোনো রিট আবেদনকারীই অবৈধ নিয়োগের তথ্যকে খণ্ডন করতে পারেনি বা প্রমাণ করতে পারেনি যে তার বা তাদের নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত ও বৈধ ছিল। আমাদের মতে, একক বিচারক এই ধারণার উপর ভিত্তি করে রাজ্য কমিটির প্রতিবেদন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে ভুল করেছেন যে কমিটির মাত্র তিনজন সদস্য তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন এবং প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন।

xx xx xx

এটি আমাদের শেষ প্রশ্নে নিয়ে আসে যে তাদের দীর্ঘ চাকরির পরিপ্রেক্ষিতে, রিট আবেদনকারীরা উমা দেবী (৩) (উপরে উল্লিখিত) মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত পরিষেবা নিয়মিতকরণের অধিকারী কিনা। এটিই সেই সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল যা রাম সেবক যাদব ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলার পূর্ণ বেঞ্চে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই আদালতের পূর্ণ বেঞ্চ স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে উমা দেবী (উপরে উল্লিখিত) মামলার রায় এই ধরনের নিয়োগের নিয়মিতকরণ নিষিদ্ধ করে, চাকরির সময়কাল এখানে অপ্রাসঙ্গিক; এবং শুরু থেকেই বাতিল হওয়া অবৈধ নিয়োগ কোনো পরিস্থিতিতেই নিয়মিত করা যাবে না। এই আদালতের পূর্ণ বেঞ্চের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, 'বিহার রাজ্য ও অন্যান্য বনাম বিনয় কুমার সিং ও অন্যান্য' [২০১১ (৩) পিএলজেআর ৫৪৭] মামলায় এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইন আর ভালো আইন বলে গণ্য হবে না।

বর্তমান মামলায়, রিট আবেদনকারীদের নিয়োগ বারবার বাতিল বা শুরু থেকেই বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। উমা দেবী (৩) (উপরে উল্লিখিত) মামলার রায়ের ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করেও তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের প্রশ্ন উঠবে না।

১১. অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের বিষয়টি প্রথম বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে। এই আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করেছিল:

"১. ২০-দফা কর্মসূচির অংশ হিসেবে যক্ষ্মা নির্মূল প্রকল্পে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ আইনসম্মত ও বৈধ ছিল কিনা।

২. এই কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ আইনসম্মতভাবে সঠিক ছিল কিনা।

৩. ড. মল্লিক কর্তৃক নিযুক্ত এই ৬০০০ কর্মচারীর পরিষেবা বাতিলের সময় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছিল কিনা।

৪. আপিলকারীদের কোনো প্রতিকার দেওয়া যেতে পারে কিনা, এবং যদি পারে, তবে কী প্রতিকার।

১২. নির্ধারণের প্রথম বিষয়ে, আদালত বিবেচনা করছিল যে বিহার সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. এ.এ. মল্লিক, যিনি যক্ষ্মা কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন এবং ফাইলেরিয়া সহকারী পরিচালক হিসেবে ২২৫০টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৬০০০ জন কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এই আদালত দেখতে পায় যে এই সমস্ত নিয়োগ ছিল স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালি, বাতিল ও অকার্যকর, যা তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদের জন্য ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের পৃথক সরকারি আদেশের পরিপন্থী প্রশাসনিক পদ্ধতির সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল। এই আদালত ১৯৮৩ সালের ২৫শে মার্চের রেজোলিউশনটি বিবেচনা করে, যা কর্মচারীরা চাকরির ধারাবাহিকতা দাবি করার জন্য নির্ভর করেছিল, নিম্নরূপ রায় দেয়:

"১২. ... আমরা উত্তরদাতা-রাজ্যের আইনজীবী শ্রী সিং-এর যুক্তির সাথে একমত যে ড. মল্লিক কর্তৃক করা এই সমস্ত নিয়োগ ছিল স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালি এবং বাতিল ও অকার্যকর, কারণ তিনি এই ধরনের কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছিলেন। ড. মল্লিক এই কর্মচারীদের তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিচ্ছিলেন না। তিনি তাদের একটি সরকারি কর্মসূচিতে নিয়োগ দিচ্ছিলেন যা পরিকল্পিত ব্যয় দ্বারা সমর্থিত ছিল। সরকারি চাকরিতে এই ধরনের নিয়োগ ড. মল্লিক যেভাবে হালকাভাবে করেছিলেন সেভাবে সম্পন্ন করা যায় না... দুর্ভাগ্যবশত ড. মল্লিক এই স্কিমকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তার গৃহীত পদ্ধতিটি আইনগত প্রশাসনিক পদ্ধতির সমস্ত নিয়মাবলীর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সরকারি আদেশটি উল্লেখ করতে পারি... এটি অনস্বীকার্য যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্দেশাবলী এবং পদ্ধতি ড. মল্লিক

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দেবেন্দ্র শর্মা ১০০৩

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

অনুসরণ করেননি যখন তিনি তার তত্ত্বাবধানে থাকা যক্ষ্মা নির্মূল প্রকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যাড-হক/দৈনিক মজুরি কর্মচারী নিয়োগ করছিলেন...।"

...কিন্তু সেই প্রস্তাবটিই নির্দেশ করে যে, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এবং যক্ষ্মা কর্মসূচির অধীনে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলিতে নিয়মিত নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটি দ্বারা নিয়োগ করতে হবে। অতএব, নিয়োগ একটি নিয়মিত পদ্ধতিতে উপলব্ধ পদগুলির বিপরীতে সম্পন্ন করতে হবে। এটি ড. মল্লিককে এমন কোনো সর্বজনীন ক্ষমতা দেয়নি যে তিনি নতুন পদ তৈরি করবেন যা অনুমোদিত ছিল না এবং সেগুলিতে নিয়োগ করবেন। এটি তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির এই ধরনের কর্মচারী নিয়োগের পদ্ধতিকে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো স্বেচ্ছাচারী উপায়ে নিয়োগ করার কোনো ক্ষমতাও দেয়নি। এই প্রস্তাবনায় কোথাও ইঙ্গিত করা হয়নি যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলিতে নিয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণকারী পূর্ববর্তী সরকারি আদেশগুলি বাতিল করা হবে। ফলস্বরূপ, ১৯৮৩ সালের ২৫শে মার্চের প্রস্তাবটি ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সরকারি আদেশগুলির সাথে একত্রে পড়তে হবে, সেগুলিকে বাদ দিয়ে নয়। ...এটি স্বতঃসিদ্ধ যে শূন্য পদ না থাকলে তা পূরণের প্রশ্নই আসে না। শূন্য পদ বা উপলব্ধ পদ ছাড়া কোনো কর্মচারী থাকতে পারে না যেখানে সে কাজ করতে পারে এবং বাজেট অনুমোদন অনুযায়ী বেতন পেতে পারে... অতএব, এটি অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে ড. মল্লিক কর্তৃক যক্ষ্মা নির্মূল প্রকল্পে করা ৬০০০ কর্মচারীর নিয়োগ বাহ্যিকভাবে অবৈধ ছিল। যেহেতু সেগুলি সমস্ত স্বীকৃত নিয়োগ পদ্ধতির পরিপন্থী ছিল এবং অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিল, তাই সেগুলি বিহার রাজ্যের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। অতএব, নির্ধারণের প্রথম পয়েন্টের উত্তর নেতিবাচক হবে।

১৩. দ্বিতীয় পয়েন্টের ক্ষেত্রে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে যদি প্রাথমিক প্রবেশই অননুমোদিত হয় এবং সেই নিয়োগ অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে না হয়, তাহলে পরিষেবা নিয়মিতকরণের প্রশ্ন কখনোই বিবেচনার জন্য উঠবে না। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"১৩. ...কিন্তু যদি প্রাথমিক প্রবেশই অননুমোদিত হয় এবং কোনো অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে না হয়, তাহলে সেই ধরনের অস্তিত্বহীন শূন্য পদে কর্মরত ব্যক্তিকে নিয়মিতকরণের প্রশ্ন কখনোই টিকে থাকবে না এবং যদি এই ধরনের কথিত নিয়মিতকরণ বা স্থায়ীকরণ দেওয়া হয় তবে তা হবে একটি নিষ্ফল অনুশীলন। এটি একটি মৃত শিশুকে সাজানোর সমতুল্য হবে। এই পরিস্থিতিতে তাদের নিয়মিত করা বা তাদের বৈধ স্থায়ীকরণ দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না...

আমরা যেমনটি আগে দেখেছি, ড. মল্লিক কর্তৃক এই দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের প্রাথমিক নিয়োগ যখন অবৈধ ছিল, তখন এই ধরনের কর্মীদের নিয়মিতকরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং তাদের কোনো অধিকারও অর্জিত হয়নি, কারণ প্রকল্পের অধীনে উপলব্ধ স্পষ্ট শূন্য পদগুলিতে তাদের স্থায়ীকরণ করা হয়নি। এটি বোধগম্যতার অতীত যে ২৫০০টি অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে কীভাবে ৬০০০ জন কর্মীকে স্থায়ীকরণ দেওয়া সম্ভব হলো। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি অননুমোদিত দুঃসাহসের পর্যায়ে রয়ে গেছে। শূন্য থেকে কিছুই আসতে পারে না। 'এক্স নিহিলো নিহিল ফিট' - অর্থাৎ, শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই থাকে...

১৪. পরিষেবা নিয়মিতকরণের যুক্তি বিবেচনা করার সময়, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"১৪. এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, যেকোনো সরকারি পরিষেবা সহ যেকোনো চাকরিতে নিয়মিতকরণের প্রশ্ন দুটি পরিস্থিতিতে উঠতে পারে। প্রথমত, যদি কোনো উপলব্ধ স্পষ্ট শূন্য পদে যা দীর্ঘমেয়াদী, অস্থায়ী ভিত্তিতে বা দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে একজন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ করা হয় এবং সময়ে সময়ে তা চলতে থাকে, এবং যদি দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা কোনো কৃত্রিম বিরতি সহ বা ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে নিযুক্ত রয়েছেন, এবং তাদের পরিষেবা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যথায় প্রয়োজন, তবে এই ধরনের কর্মীদের চাকরির জীবনে একটি সময় আসতে পারে যারা একটি নির্দিষ্ট উল্লেখযোগ্য সময় ধরে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছেন তাদের নিয়মিতকরণের জন্য, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা তাদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে তাদের সেরাটা দিতে পারে। তবে এর জন্য একটি পূর্বশর্ত প্রয়োজন যে এই ধরনের একজন কর্মীর প্রাথমিক প্রবেশ অবশ্যই উপলব্ধ অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী অনুসরণ করে হতে হবে...

...কিন্তু এমনকি এই ধরনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক প্রবেশ সম্পূর্ণ অবৈধ বা প্রতিষ্ঠিত নিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত নিয়মাবলী স্পষ্ট অবহেলা করে হওয়া উচিত নয়। যাই হোক, এই ধরনের শূন্য পদ পূরণের জন্য অনৈতিক প্রবেশ কঠোরভাবে এড়ানো উচিত। তবে, এমন একজন কর্মীর নিয়োগ নিয়মিতকরণের কোনো সুযোগই থাকবে না যার প্রাথমিক প্রবেশই ত্রুটিপূর্ণ এবং নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন, এবং বিশেষ করে যখন এমন কোনো শূন্য পদ নেই যেখানে প্রার্থীর এই ধরনের প্রাথমিক প্রবেশ কখনো কার্যকর হতে পারে।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দেবেন্দ্র শর্মা ১০০৫

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

কর্মচারীর এই ধরনের প্রবেশ শুরু থেকেই ত্রুটিপূর্ণ থাকবে এবং এই ধরনের একজন অবৈধ প্রবেশকারীকে নিয়মিতকরণের প্রশ্ন কখনোই বিবেচনার জন্য টিকবে না, নিয়োগকারী সংস্থা যতই যোগ্য হোক না কেন। আপিলকারীরা এই শেষ শ্রেণীর মামলার অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিয়মিতকরণের কোনো দাবি ছিল না এবং তাদের পক্ষে যে কোনো কথিত নিয়মিতকরণ কার্যকর হয়েছিল তা ছিল নিষ্ফল অনুশীলন... এই সমস্ত কারণে, আপিলকারীদের আইনজীবী এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, কোনো ক্ষেত্রেই এই কর্মচারীদের দেওয়া স্থায়ীকরণ তাদের ভবিষ্যতের পরিষেবা বাতিলকরণ থেকে যথেষ্ট সুরক্ষা দিয়েছে। বরং, ড. মল্লিক কর্তৃক এই ৬০০০ কর্মচারীর দলকে এই প্রকল্পের অধীনে আনার মাধ্যমে যে সমস্ত জট সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করতে হবে, যাতে সরকারি প্রশাসনে জনগণের আস্থা ভেঙে না যায় এবং স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ বৈধতা না পায়।"

১৫. বিবেচনার তৃতীয় বিষয়টি ছিল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের বিষয়ে। এই আদালত দেখতে পায় যে, প্রায় ৩৭৫০ জন প্রার্থী সম্পূর্ণ অননুমোদিত উপায়ে নিযুক্ত হয়েছিল এবং অস্তিত্বহীন শূন্য পদের বিপরীতে বসেছিল। এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যেখানে জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল সবকিছু পরিষ্কার করার জন্য এবং এই ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগের খারাপ প্রভাব দূর করার জন্য, যাতে যক্ষ্মা নির্মূল প্রকল্পকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা যায়। হাইকোর্ট রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল যে তারা একটি কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করবে। এই কমিটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ৯৮৭ জন প্রার্থী কমিটির সামনে হাজির হয়েছিল। এই আদালত রায় দেয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সরবরাহ করা তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল এবং তারপর কমিটি একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ড. মল্লিক কর্তৃক করা এই সমস্ত নিয়োগ শুরু থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তা বাতিল করা প্রয়োজন ছিল। এভাবেই আপিলকারীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতাকৃত বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়েছিল। এইভাবে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়নি যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিয়োগ বাতিল ও বরখাস্ত করার আগে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের কোনো সুযোগ না দেওয়া হয়।

১৬. তবে, ৪ নম্বর পয়েন্টের উত্তরে, রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা উপলব্ধ ২২৫০ বা তার বেশি শূন্য পদের বিপরীতে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মামলাগুলি পুরেন্দ্র সুলান কিট মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে গঠিত রাজ্য কমিটির প্রতিবেদন দিয়ে শুরু হয়েছিল।

১৭. ২০১৮ সালের ৩রা এপ্রিল যখন আপিলগুলো এই আদালতে শুনানির জন্য আসে, তখন আদালত নিম্নলিখিত চারটি ক্যাটাগরির মামলা খুঁজে পায়:

(i) জাল নিয়োগপত্রের ভিত্তিতে করা নিয়োগ। এগুলো ২ থেকে ৪৮ ক্রমিক নম্বরে রয়েছে।

(ii) জাল নার্সিং রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র এর ভিত্তিতে করা নিয়োগ। এগুলো ৪৯-৫০-৫১ ক্রমিক নম্বরে রয়েছে।

(iii) নিয়োগ করার ক্ষমতা নেই এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা করা নিয়োগ। এগুলো ৫২ থেকে ৯২ ক্রমিক নম্বরে রয়েছে।

(iv) ৯২ ক্রমিক নম্বরে একটি অবশিষ্ট ক্যাটাগরি রয়েছে, অর্থাৎ ড. এ.এ. মল্লিক, ডেপুটি ডিরেক্টর, টি.বি. কর্তৃক করা নিয়োগ এবং ৯৩ ও ৯৪ ক্রমিক নম্বরে যারা এখন নিয়োগ দাবি করছেন। তাদের মামলাগুলি আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

১৮. প্রথম ক্যাটাগরির মামলাগুলো ২০১৮ সালের ৩০শে নভেম্বর কীর্তি নারায়ণ প্রসাদ-এর তিন বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়:

"১৭. বর্তমান মামলাগুলিতে রিট আবেদনকারীরা হাইকোর্টে তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের এবং তাদের বরখাস্তের আদেশ বাতিলের সুনির্দিষ্ট প্রার্থনা নিয়ে আবেদন করেছেন। তারা রাজ্য কমিটি কর্তৃক জমা দেওয়া প্রতিবেদনটিও বিরোধিতা করেছেন। আসল বিতর্ক হলো রিট আবেদনকারীরা আইনসম্মতভাবে এবং বৈধভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা। রাজ্য কমিটির অনুসন্ধান হলো যে অনেক রিট আবেদনকারী জাল বা ভুয়া নিয়োগপত্র তৈরি করে নিয়োগ পেয়েছিলেন অথবা সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী সার্জন-কাম-চিফ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক পোস্টিং আদেশ জারি করে গোপনে সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। রিট আবেদনকারীরা দেওয়ানী সার্জন-কাম-চিফ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক করা অবৈধ আদেশের সুবিধাভোগী। তাদের নিয়োগের সত্যতা প্রমাণ করতে এবং কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের কেউই রাজ্য কমিটির সামনে তাদের নিয়োগের সত্যতা বা আইনগত বৈধতা প্রমাণ করতে পারেননি। রাজ্য কমিটি নথিতে থাকা তথ্যপ্রমাণের প্রশংসা করে মত দিয়েছে যে তাদের নিয়োগ শুরু থেকেই অবৈধ এবং বাতিল ছিল। রাজ্য কমিটির অনুসন্ধানের সাথে আমরা একমত না হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।"

এমতাবস্থায়, উমাদেবী (উপরে উল্লিখিত) মামলার ৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের প্রশ্ন ওঠে না। যেহেতু আবেদনকারীদের নিয়োগ শুরু থেকেই বাতিল, তাই তাদের রাজ্যের সরকারি কর্মচারী বলা যায় না। অতএব, সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোনো শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করার প্রশ্নও উঠবে না।

১৯. দ্বিতীয় শ্রেণীর মামলা, অর্থাৎ জাল নার্সিং রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে নিয়োগ, প্রথম শ্রেণীর মামলার মতোই ভিত্তিহীন, যদিও তিনটি আপিলে আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছেন যে নার্সিং রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র জাল নয়, বরং যে ম্যাট্রিকুলেশন শংসাপত্রের ভিত্তিতে প্রার্থীরা অক্সিলিয়ারি নার্স মিড-ওয়াইফ[১০] কোর্স করেছিলেন, সেটি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাজ্য কমিটি দেখতে পেয়েছে যে এএনএম শংসাপত্র একটি জাল শংসাপত্র। এমনকি, এই আদালতের সামনে যেমন যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যদি এএনএম শংসাপত্র জাল নাও হয়, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন শংসাপত্র জাল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে মূল বিষয়টি হলো, নার্সিং কোর্স করার জন্য পূর্বশর্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, এই জালিয়াতি এএনএম কোর্স করার মৌলিক যোগ্যতার শর্তেই ঘটেছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দূষিত করবে। কীর্তি নারায়ণ প্রসাদ-এর উল্লেখিত কারণে, দেওয়ানী আপিল নং ৭৯০৬/২০১৯, ৭৯১৯/২০১৯ এবং ৭৯২০/২০১৯ খারিজ করা হলো।

২০. তৃতীয় শ্রেণীর মামলার প্রসঙ্গে, রাজ্যের আইনজীবী শ্রী মুখার্জি ১৯৯০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলির জন্য পৃথক সরকারি বিজ্ঞপ্তিগুলির কথা উল্লেখ করেন। যুক্তি দেওয়া হয় যে, অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে করা নিয়োগগুলিকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে, যা পরে উমাদেবী মামলার সংবিধান বেঞ্চের রায়ে অনুমোদিত হয়েছিল। সেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৩৩. এই বিষয়ে এই আদালতের সমস্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে যা উঠে আসে তা হলো, নিয়মিত নিয়োগের উপর জোর দেওয়া উচিত, শুধুমাত্র একটি জরুরি পরিস্থিতিতে স্থায়ী শূন্য পদে অস্থায়ী নিয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু তার পরেই দ্রুত নিয়মিত নিয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিতকরণের জন্য উপলব্ধ নয় এমন পদগুলিতে নিয়োগ বিবেচনা করা উচিত নয়। নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেওয়া মামলাগুলি মূলত এই নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে, কর্মচারীকে কিছু সময়ের জন্য কাজ করার

---

[১০] সংক্ষেপে, 'এএনএম'

অনুমতি দেওয়ার পর, তাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, জনসেবার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করার পর সেই মর্মে কোনো আইন স্থাপন না করেই।

xx xx xx

৫৩. একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এমন কিছু ঘটনা থাকতে পারে যেখানে এস.ভি. নারায়ণাপ্পা [(১৯৬৭) ১ এসসিআর ১২৮ : এআইআর ১৯৬৭ এসসি ১০৭১], আর.এন. নানজুন্দাপ্পা [(১৯৭২) ১ এসিসি ৪০৯ : (১৯৭২) ২ এসসিআর ৭৯৯] এবং বি.এন. নাগরাজন [(১৯৭৯) ৪ এসিসি ৫০৭ : ১৯৮০ এসিসি (এল এবং এস) ৪ : (১৯৭৯) ৩ এসসিআর ৯৩৭]-এর মামলায় এবং উপরের ১৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অনিয়মিত নিয়োগ (অবৈধ নিয়োগ নয়) এর ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুমোদিত শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং কর্মচারীরা দশ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজ চালিয়ে গেছেন, কিন্তু আদালতের বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। এই ধরনের কর্মচারীদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের বিষয়টি উপরে উল্লিখিত মামলাগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলির আলোকে এবং এই রায়ের আলোকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে...

(জোর দেওয়া হয়েছে)।

২১. উমা দেবী মামলায়, কর্মচারীদের বৈধ প্রত্যাশার যুক্তি বাতিল করা হয়েছিল যখন এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৪৬. ...এই মতবাদটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো সুবিধা বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে যা হয় (i) তাকে অতীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ উপভোগ করার অনুমতি দিয়েছিল এবং যা সে বৈধভাবে চালিয়ে যাওয়ার আশা করতে পারে যতক্ষণ না তাকে তা প্রত্যাহার করার জন্য কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ জানানো হয়েছে যার উপর তাকে মন্তব্য করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; অথবা (ii) সে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছে যে তাকে প্রথমে প্রত্যাহার না করার কারণগুলি উপস্থাপনের সুযোগ না দিয়ে সেগুলি প্রত্যাহার করা হবে না... এমন কোনো ঘটনা নেই যে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগের সময় সরকার বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোনো আশ্বাস দিয়েছিল যে তার উপর অর্পিত অবস্থান প্রত্যাহার করা হবে না যতক্ষণ না তা প্রত্যাহার করার জন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা দেয়।

এই নিয়োগটি সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী ছিল। যদিও বাণিজ্যিক কর বিভাগের কমিশনার নিয়োগগুলিকে স্থায়ী করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নিয়োগের সময় কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এমন কোনো ঘটনা নেই। ধরওয়ার্ড সিদ্ধান্তের [(১৯৯০) ২ এসসিসি ৩৯৬ : ১৯৯০ এসসিসি (এল এবং এস) ২৭৪ : (১৯৯০) ১২ এটিসি ৯০২ : (১৯০৯) ১ এসসিআর ৫৪৪] পরে সরকার কর্তৃক জারি করা সার্কুলার এবং নির্দেশাবলী বিবেচনা করে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও দেওয়া যেত না। যদিও এমন ঘটনা রয়েছে যে অতীতে রাজ্য একইভাবে অবস্থিত কর্মচারীদের নিয়মিত করেছিল, তবুও বাস্তবতা হলো, এই ধরনের নিয়মিতকরণগুলি শুধুমাত্র বিচারিক নির্দেশনার ফলস্বরূপ করা হয়েছিল, তা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট, এবং কিছু ক্ষেত্রে এই আদালত থেকেও।

৪৭. যখন একজন ব্যক্তি একটি অস্থায়ী চাকরিতে প্রবেশ করেন বা একজন চুক্তিভিত্তিক বা নৈমিত্তিক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং এই নিয়োগ প্রাসঙ্গিক নিয়ম বা পদ্ধতি দ্বারা স্বীকৃত একটি সঠিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে হয় না, তখন তিনি এই নিয়োগের অস্থায়ী, নৈমিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক প্রকৃতির পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। এমন একজন ব্যক্তি বৈধ প্রত্যাশার তত্ত্বকে উল্লেখ করে পদে নিশ্চিত হওয়ার দাবি করতে পারেন না, যখন একটি পদে নিয়োগ শুধুমাত্র একটি সঠিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ করে করা যেতে পারে। অতএব, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক বা নৈমিত্তিক কর্মচারীরা বৈধ প্রত্যাশার তত্ত্ব সফলভাবে উত্থাপন করতে পারে না।

২২. রাজ্য কমিটি সমস্ত নিয়োগ পরীক্ষা করেছে এবং জাল নথির উপর ভিত্তি করে করা নিয়োগ এবং অনিয়মিত নিয়োগগুলিকে আলাদা করেছে। একবার প্রতিটি প্রার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হলে, এবং যখন অশ্বিনী কুমার এবং উমা দেবী মামলায় এই আদালতের রায় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশ্নগুলির চূড়ান্ত উত্তর দেয়, তখন উত্থাপিত যুক্তিগুলির উপর আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। তবে, যেহেতু তৃতীয় শ্রেণীর মামলার অর্থাৎ নিয়োগ করার ক্ষমতা নেই এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা করা নিয়োগের বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাই আমরা এই ধরনের নিয়োগের প্রভাব কী হবে তা বিবেচনা করব।

২৩. রাজ্যের আইনজীবী শ্রী মুখার্জি সময়ে সময়ে জারি করা বিভিন্ন সরকারি আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে এই শ্রেণীটিকে দুটি গ্রুপে পরীক্ষা করতে হবে;

একটি হলো যেখানে নিয়োগগুলি অযোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা হয়েছিল; এবং দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু কোনো অনুমোদিত পদ ছাড়াই এবং সরকারি পদে নিয়োগের পদ্ধতি অনুসরণ না করে।

২৪. এটা স্বীকার করা হয়েছে যে সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী রাজ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য কোনো আইনগত নিয়ম নেই। নিয়োগের বিষয়টি কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রী মুখার্জি বিহার স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল এর কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যানুয়ালটির প্রথম অধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের সংগঠন এবং কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫৩ সালের ১লা মে থেকে চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলিকে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগ নামে একটি একক বিভাগে একত্রিত করা হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকই অধস্তন চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভাগের সমস্ত অ-গেজেটেড নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য, একজন অতিরিক্ত পরিচালক এবং তিনজন উপ-পরিচালক রয়েছেন অন্যান্য গেজেটেড কর্মকর্তাদের সাথে, যাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী পরিচালক (এম. এবং সি.এইচ.) অন্তর্ভুক্ত। ম্যানুয়ালের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"২. – সদর দপ্তর এবং অধস্তন কার্যালয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা।

(ক) বিহারের স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের ক্ষমতা।

৩. স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকই অধস্তন চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভাগের সমস্ত অ-গেজেটেড নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

(নং ৭৭৫৯, তারিখ ৯ই জুন ১৯১৬)"

৬. নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলিও স্ব স্ব বিধি, নিয়ম এবং আদেশ অনুসারে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালককে অর্পণ করা হয়েছে:-

ক্রমিক নং	ক্ষমতার প্রকৃতি	নিয়ম বা আদেশের উল্লেখ	ক্ষমতার সীমা
১	xxx		
২	অস্থায়ী সংস্থাপন কর্মীদের বিবরণ যেমন বেতন হার, হাতের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থানের সময়কাল পরিবর্তন করার ক্ষমতা	বিহার এবং ওড়িশা ট্রেজারি ম্যানুয়ালের অনুচ্ছেদ ১০৩	নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে:(১) ব্যয় অনুমোদিত মোট পরিমাণের বেশি হওয়া উচিত নয়।(২) যেখানে রাজ্য সরকার কর্তৃক অস্থায়ী সংস্থাপন অনুমোদিত হয়, সেখানে কোনো পদের বেতন নির্ধারিত স্কেলের সর্বনিম্ন সীমার বেশি হওয়া উচিত নয়।(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে, অস্থায়ী সংস্থাপন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সীমার বেশি কোনো পদের বেতন বাড়ানো উচিত নয়।

৪৭	একজন সরকারি কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বা একই সময়ে একাধিক পদে অধিষ্ঠিত করার ক্ষমতা	বিহার সার্ভিস কোডের বিধি ১০৩	পূর্ণ ক্ষমতা এই শর্তে যে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পদের জন্য একটি মৌলিক নিয়োগ করতে সক্ষম।

২৫. ম্যানুয়ালের ৭ নং প্রকরণে স্বাস্থ্য সেবা উপ-পরিচালকের ক্ষমতা এবং ৮ নং প্রকরণে স্বাস্থ্য সেবা উপ-পরিচালক (জনস্বাস্থ্য)-এর ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা সহকারী পরিচালকের ক্ষমতা ৯ নং প্রকরণে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"৯. বিহারের স্বাস্থ্য সেবা সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-কে নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলি অর্পণ করা হয়েছে:

(ক) তাঁর তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের পক্ষে অধস্তন কার্যালয়, মহাহিসাবরক্ষক, বিহার, সরকারি বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য কার্যালয়ের সাথে সমস্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও স্বাক্ষর করা।"

(খ) স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের অধীনে নিযুক্ত অ-গেজেটেড কর্মীদের সমস্ত ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রতিস্বাক্ষর করা।

(গ) স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের কার্যালয়ে মফস্বল কার্যালয়গুলি থেকে প্রাপ্ত ফর্ম এবং স্টেশনারীর সমস্ত ইন্ডেন্টে অনুমোদন ও প্রতিস্বাক্ষর করা, এই শর্তে যে ৫ শতাংশের বেশি হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(ঘ) সদর দপ্তর বা মফস্বল কার্যালয়ের জন্য আকস্মিক ব্যয়যোগ্য সামগ্রীর সমস্ত স্থানীয় ক্রয়ে অনুমোদন দেওয়া, যে কোনো একটি আইটেমের জন্য ২০ টাকার বেশি নয়।

(সরকারি আদেশ নং ২৬২/এইচডি, তারিখ ১৩ই জুলাই ১৯৫৩)

২৬. জেলার দেওয়ানী সার্জনগণ, সেইসাথে রাজ্য কুষ্ঠরোগ কর্মকর্তা এবং পরিচালক, টিবি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্বাস্থ্য সেবা পরিচালকের অধীনস্থ। জনস্বাস্থ্য সহকারী পরিচালকের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

"১৩. জনস্বাস্থ্য সহকারী পরিচালকদের ক্ষমতা-

(ক) •xxx

(খ) xxx

(গ) তাদের নিজ নিজ বিভাগে অনুমোদিত পদের বিপরীতে স্বাস্থ্য সহকারী এবং টিকাদানকারীদের মতো অ-গেজেটেড মহামারী কর্মী নিয়োগ করা। মহামারী ডাক্তারদের নিয়োগ সাধারণত স্বাস্থ্য সেবা পরিচালক কর্তৃক করা হবে, তবে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য সহকারী পরিচালকদের অনুমোদিত পদের বিপরীতে তাদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে, যা তিন মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে।

(সরকারি আদেশ নং ২৭৬৮০-এইচ তারিখ ১লা নভেম্বর ১৯৫৪)।"

২৭. ১৯৭৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর রাজ্য কর্তৃক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর অস্থায়ী পদে অ্যাড-হক ভিত্তিতে নিযুক্ত সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাই সংক্রান্ত। এরপর, ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের পদ্ধতির জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োগ করার যোগ্য ব্যক্তি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক ধারাটি নিম্নরূপ:

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দেবেন্দ্র শর্মা ১০১৩

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

"(খ) সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, জেলা কালেক্টর এবং অন্যান্য বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়গুলির সমতুল্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বছরের শুরুতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলি থেকে সেই বছর যে পদগুলি পূরণ করা হবে এবং শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ করবেন। সাধারণ মেধা তালিকা থেকে শূন্য পদ অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বরাদ্দ করা হবে। সমস্ত নিয়োগ নিজ নিজ কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা হবে।

xx xx xx

(ঙ) (i) সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলিতে মেধা তালিকা তৈরির জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক মনোনীত যে কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কমিটির সদস্য হবেন। বিভাগে উপলব্ধ তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতির একজন কর্মকর্তা দ্বিতীয় সদস্য হবেন। যদি এমন কোনো কর্মকর্তা উপলব্ধ না থাকেন, তবে অন্য কোনো বিভাগে সেই শ্রেণীর কর্মকর্তা উপলব্ধ থাকলে তাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যদি এটিও সম্ভব না হয়, তবে কর্মীবর্গ বিভাগের যুগ্ম/উপসচিব, যিনি তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি সম্পর্কিত কাজ করেন, তাকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হবে।

(ii) জেলা স্তরে মেধা তালিকা তৈরির জন্য, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জেলা প্রধান গঠিত নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি তাদের জেলা স্তরের প্রধান কর্তৃক মনোনীত হবেন, তিনি এর সদস্য হবেন। দ্বিতীয় সদস্য হবেন জেলা কল্যাণ কর্মকর্তা, যাতে সরকারি আদেশাবলী পালনের বিষয়ে মেধা তালিকা তৈরির সময় কোনো লঙ্ঘন না ঘটে।

xx xx xx

(৩) সরকারের নজরে এসেছে যে, উপরে উল্লিখিত রেজোলিউশনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না। নির্ধারিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে কাজ করার অর্থ স্পষ্টতই সরকারি আদেশ লঙ্ঘন, যা দুঃখজনক।

অতএব, আশা করা হয় যে তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলিতে উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবনায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে। তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলিতে নিয়োগের বিষয়ে পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রতিটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের থাকবে। যদি দেখা যায় যে তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলিতে নিয়োগের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, তবে সরকার তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে তদন্ত করা হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে, কর্মকর্তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হবে এবং তাকে চাকরি থেকে অপসারণের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের ভুল নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

২৮. চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। ১৯৯২ সালের ২০শে জানুয়ারি, রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বদলি এবং পদায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কর্মচারীদের জেলা স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জানানো হয় যে বদলি এবং পদায়ন যথাসম্ভব নিয়োগকারী কর্মকর্তার এখতিয়ারের মধ্যেই থাকবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির ৩ এবং ৬ নং ধারা নিম্নরূপ:

"৩. স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নিয়োগকারী কর্মকর্তারা সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) দেওয়ানী সার্জন – জেলা তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (উচ্চতর শ্রেণীর নিচে) এবং এ.এন.এম.।

(খ) সুপারিনটেনডেন্ট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল – মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পদায়নকৃত তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য।

(গ) রাজ্য কর্মসূচী কর্মকর্তা (ম্যালেরিয়া, টিবি, কুষ্ঠ, ফাইলেরিয়া) – জাতীয় কর্মসূচির অধীনে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী।

(ঘ) পরিচালক প্রধান, জনসেবা – নিম্ন ও উচ্চ বিভাগীয় কেরানি, এ-গ্রেড নার্স, এল.এইচ. xxx ধাত্রী, ম্যাট্রন, জনস্বাস্থ্য নার্স, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ল্যাবরেটরি সহকারী, এক্স-রে টেকনিশিয়ান, ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, অপথালমিক সহকারী, ব্রডকাস্ট ট্রেনার, স্বাস্থ্য ট্রেনার, উপ-জেলা গণমাধ্যম কর্মকর্তা, স্টেনোগ্রাফার, কলেরা কর্মী, বিশেষ কলেরা কর্মী, মুভি প্লেয়ার ইত্যাদি।"

৬. উপরোক্ত ভিত্তিতে, পূর্ববর্তী সমস্ত আদেশ নিম্নলিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল করা হয়েছে:

(ক) দেওয়ানী সার্জন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মীদের ক্যাডার হবে জেলা স্তরের। এর মধ্যে আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর কার্যালয়ের কর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

xx xx xx

(জ) দেওয়ানী সার্জন সেইসব তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন করবেন যাদের জন্য তিনি মূল নিয়োগ কর্মকর্তা। এই ধরনের বদলি এবং পদায়ন জেলার মধ্যেই করা হবে।

২৯. উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারি আদেশগুলির ভিত্তিতে যুক্তি দেওয়া হয় যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলির নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলেন স্বাস্থ্য সেবা পরিচালক। তবে, কিছু অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদগুলির বিপরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। বিহার স্বাস্থ্য ম্যানুয়াল এর প্রথম অধ্যায়ের ১৩(গ) ধারা অনুসারে সহকারী পরিচালককে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তা সহকারী পরিচালক (জনস্বাস্থ্য) কে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদের বিপরীতে স্বাস্থ্য সহকারী এবং টিকাদানকারীদের মতো অ-গেজেটেড মহামারী কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়। অশ্বিনী কুমার মামলায় একটি তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ২২৫০টি পদ অনুমোদিত ছিল যেখানে ৬০০০টি নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০-দফা কর্মসূচির অধীনে যক্ষ্মা নির্মূল কোনো জরুরি কার্যকলাপ ছিল না যা সহকারী পরিচালককে বিপুল সংখ্যক নিয়োগ করার ক্ষমতা দিতে পারে, তবে আবারও, এই ধরনের জরুরি ক্ষমতা শুধুমাত্র অনুমোদিত পদগুলির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩০. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আসে ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি সহ, যা নির্দেশ করে যে সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ; জেলা কালেক্টর এবং বিভাগীয় কার্যালয়গুলির সমতুল্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সাধারণ মেধা তালিকা থেকে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। ড. মল্লিক, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের অধস্তন কার্যালয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে, ম্যানুয়ালের বিধান এবং অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ১৯৮০ সালের ৩রা ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি উভয় অনুযায়ী তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির পদের বিপরীতে নিয়োগ করার জন্য যোগ্য ছিলেন না।

৩১. যদিও কিছু নিয়োগ দেওয়ানী সার্জন কর্তৃক করা হয়েছে যা শ্রী মুখার্জি অস্বীকার করেন না কারণ তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তবে যুক্তি দেওয়া হয় যে সরকারি পদ পূরণের জন্য কোনো প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়নি।

সরকারি পদগুলিতে কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং কোনো অনুমোদিত পদ না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হয়েছিল।

৩২. কর্মীদের আইনজীবীর পক্ষ থেকে একটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল যে কিছু নিয়োগ আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর কর্তৃক করা হয়েছে কারণ সহকারী পরিচালকের চারটি পদ আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমরা এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা খুঁজে পাইনি। সহকারী পরিচালকের পদ স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদগুলির বিপরীতে জরুরি অবস্থা ব্যতীত নিয়োগের কোনো ক্ষমতা অর্পণ ছাড়াই প্রদান করা হয়েছিল। এই ধরনের আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরকে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদের বিপরীতে নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। অতএব, সহকারী পরিচালক জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত অনুমোদিত পদগুলির বিপরীতে নিয়োগ করার জন্য অযোগ্য ছিলেন এবং আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টরও তাই।

৩৩. অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত স্বাস্থ্য বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির পদে করা নিয়োগগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে। সেখানে নথিভুক্ত যুক্তি হলো যে, নিয়োগগুলি অনুমোদিত পদের বিপরীতে করা হয়নি এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালি পদ্ধতিতে করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কর্মীরা তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের কোনো অধিকার পাবেন না।

৩৪. এসএলপি (দেওয়ানী) নং ২০০৩৩/২০১২ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলে, উত্তরদাতাকে ড. এ.এ. মল্লিক কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছিল। অশ্বিনী কুমার মামলায় এই আদালত এই ধরনের নিয়োগকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড. এ.এ. মল্লিক কর্তৃক করা নিয়োগগুলি পুনরায় পরীক্ষা করার কোনো কারণ নেই। অশ্বিনী কুমার মামলায় এই ধরনের নিয়োগগুলি বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অতএব, উত্তরদাতার পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি হবে না। ফলস্বরূপ, এসএলপি (দেওয়ানী) নং ২০০৩৩/২০১২ থেকে উদ্ভূত আপিলটি মঞ্জুর করা হলো এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হলো।

৩৫. পরিশেষে, যুক্তি দেওয়া হয় যে কর্মীরা বহু বছর ধরে, কেউ কেউ ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা এবং তাদের পরিষেবা নিয়মিত করে তাদের অবসর ভাতা এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধার অধিকারী করার দাবি করা উচিত।

৩৬. আমরা এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা খুঁজে পাইনি। হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রীতা মিশ্র ও অন্যান্যরা বনাম পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বিহার ও অন্যান্যরা (১১) মামলায় শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করার সময়, যেখানে নিয়োগপত্র জাল, প্রতারণামূলক বা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও বেতনের দাবি করা হয়েছিল, সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। রায় দেওয়া হয়েছিল যে বেতনের অধিকার কঠোরভাবে একটি বৈধভাবে পদ ধারণ করার আইনি অধিকার থেকে উদ্ভূত হয় যার জন্য বেতন দাবি করা হচ্ছে। এটি এমন পদে একটি বৈধ নিয়োগের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অধিকার। অতএব, যেখানে মূল ভিত্তিই অস্তিত্বহীন, সেখানে বেতনের দাবির আকারে তার কোনো শাখা থাকতে পারে না। সরকারি চাকরিতে বেতন, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আইনগত প্রকৃতির। অতএব, বেতন সহ এই অধিকারগুলি, পদে একটি বৈধ এবং আইনি নিয়োগ থেকে উদ্ভূত হয়। একবার যদি দেখা যায় যে নিয়োগটি নিজেই অবৈধ এবং আইনের চোখে বাতিল, তবে বেতন বা আনুষঙ্গিক অবসর ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার জন্য কোনো আইনগত দাবি উঠতে পারে না।

৩৭. পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের এই রায়টি এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ কর্তৃক আর. বিশ্বনাথ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যরা (১২) নামক একটি রায়ে অনুমোদিত হয়েছিল। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"১৭. পাটনা হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রীতা মিশ্র বনাম পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বিহার [এআইআর ১৯৮৮ পাট ২৬ : ১৯৮৮ ল্যাব আইসি ৯০৭ : ১৯৮৭ বিবিসিজে ৭০১ (এফবি)] মামলায় বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করেছিল। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নটি ছিল যে, একজন সরকারি কর্মচারী তার কাজের জন্য বেতন পাওয়ার অধিকারী কিনা, যদিও তার নিয়োগপত্র জাল, প্রতারণামূলক বা অবৈধ ছিল। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রায় দেয়: (এআইআর পৃ. ৩২, অনুচ্ছেদ ১৩)

'১৩. উপরোক্ত থেকে স্পষ্ট যে, সরকারি চাকরিতে বেতন, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য পরিষেবা সুবিধার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আইনগত প্রকৃতির। অতএব, বেতন সহ এই অধিকারগুলি, পদে একটি বৈধ এবং আইনি নিয়োগ থেকে উদ্ভূত হয়। একবার যদি দেখা যায় যে নিয়োগটি নিজেই অবৈধ এবং আইনের চোখে বাতিল, তবে বেতন বা আনুষঙ্গিক অবসর ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধার জন্য কোনো আইনগত দাবি উঠতে পারে না। বিশেষ করে, যদি নিয়োগটি জালিয়াতির উপর ভিত্তি করে হয়, তবে তা থেকে কোনো আইনগত অধিকার উদ্ভূত হতে পারে না।' "

---

১১ এ.আই.আর. ১৯৮৮ পাটনা ২৬

১২ (২০০৪) ২ এস. সি. সি ১০৫

১৮. উপরোক্ত মামলাগুলিতে পাটনা হাইকোর্টের গৃহীত মতামতের সাথে আমরা একমত।

৩৮. নিয়োগগুলি একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। ৯১ জন প্রার্থীকে অনিয়মিত নিয়োগের ঘটনা হিসেবে পাওয়া গেছে। এই ধরনের প্রার্থীরা চাকরিতে বহাল রয়েছেন। বর্তমান আপিলের সেটের কোনো প্রার্থীই দেখাতে পারেননি যে তাদের সরকারি নিয়োগের শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং যোগ্য সকল প্রার্থীকে আবেদন করার সুযোগ দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৩৯. ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম মনশু কুম্ভকার ([১৩]) মামলায়, এই আদালত রাজ্যের আপিল মঞ্জুর করার সময় দেখতে পায় যে, উত্তরদাতাকে কর্মসংস্থান বিনিময় কর্তৃক স্পনসর করা হয়নি। কোনো বিজ্ঞাপন ছিল না এবং নির্বাচন করার জন্য কোনো সঠিকভাবে গঠিত কমিটিও ছিল না।

৪০. বিহার রাজ্য বনাম উপেন্দ্র নারায়ণ সিং ও অন্যান্যরা ([১৪]) মামলায় এই আদালত রাজ্যের আপিল মঞ্জুর করে এবং রায় দেয় যে, কর্মসংস্থান বিনিময় (শূন্য পদ বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি) আইন, ১৯৫৯ এর ৪ ধারা রাজ্য বা তার কোনো অংশের সরকারি খাতের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকর্তার উপর একটি দায়িত্ব আরোপ করে যে, শূন্য পদ পূরণের আগে প্রতিটি শূন্য পদ কর্মসংস্থান বিনিময়কে অবহিত করতে হবে।

৪১. ভারতীয় ইউনিয়ন ও আরেকজন বনাম রঘুবর পাল সিং ([১৫]) মামলায় এই আদালত একটি মামলা পরীক্ষা করছিল, যেখানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল যে, উত্তরদাতাকে জারি করা এমন নিয়োগপত্র বাতিল হবে নাকি কেবল একটি অনিয়মিত ঘটনা? যদি এটি বাতিলের ঘটনা হয়, তবে পদে থাকা ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা হবে এবং সুযোগ না দেওয়া তার পরিষেবা বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে ত্রুটিপূর্ণ করবে না। এই আদালত রায় দেয় যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ছাড়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক দ্রুত নিয়োগপত্র জারি করতে পারতেন না। সুতরাং, দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের কার্যকলাপ ক্ষমতার অভাব এবং আইনত বাতিলের দোষে দুষ্ট হবে।

৪২. নিধি কাইম ও আরেকজন বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা ([১৬]) মামলায়, তিন বিচারকের বেঞ্চ অবৈধ এবং অন্যায্য ভর্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিল।

---

[১৩] (২০০৭) ৮ এসসিসি ২৪৯

[১৪] (২০০৯) ৫ এসসিসি ৬৫

[১৫] (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৪৬৩

[১৬] (২০১৭) ৪ এসসিসি ১

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দেবেন্দ্র শর্মা ১০১৯

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৯২. ...উপরোক্ত প্রস্তাবনাটি যত্ন সহকারে বিবেচনা করার পর, আমরা এই সুচিন্তিত মত পোষণ করি যে, যে আপিলকারীরা একটি সুপরিকল্পিত এবং সূক্ষ্মভাবে সাজানো পরিকল্পনার মাধ্যমে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে সচেতনভাবে অংশ নিয়েছিল, তাদের অধিকার বা সুবিধা প্রদান করা 'অন্যায়ের' কারণকে সমর্থন করার সমতুল্য হবে। এটি যেন একজন চোরকে চুরি করা সম্পত্তি ধরে রাখতে দেওয়ার মতো হবে। মনে হবে যেন আদালত তাদের পক্ষ সমর্থন করছে না যারা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন ও অনুসরণ করেছে। এমন একটি পথ মানুষকে বিচার-বিতরণ ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করবে। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ অবশ্যই আদালতের ধর্মদ্রোহিতার প্রতি সমর্থনকে চিত্রিত করবে। এটি শিক্ষাগত সম্প্রদায়ের অখণ্ডতাকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। আমরা মনে করি যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার নামে এই আদালতের পক্ষে আপিলকারীদের সেই ত্রুটিপূর্ণ কাজগুলিকে সমর্থন করা সম্ভব নয় যার মাধ্যমে তারা এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল।

xx xx xx

৯৪. ...এমনকি যখন একজন কিশোর অপরাধে লিপ্ত হয়, তখনও তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয় এবং আইনগত পরিণতির শিকার হতে হয়। আইনের পরিণতি আছে। এবং আইনের পরিণতিতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই মামলার আপিলকারীরা, তাদের বয়স নির্বিশেষে, ভর্তির নিয়মিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা ছলনামূলক উপায়ে তা লঙ্ঘন করেছে। অতএব, তাদের নিজেদের কাজের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই প্রথম নয় যে প্রতারণামূলক উপায়ে প্রাপ্ত ভর্তি বাতিল করা হচ্ছে। এই আদালত অন্যায় ভর্তির কারণে অর্জিত শিক্ষাগত অর্জনগুলি ধারাবাহিকভাবে বাতিল করেছে। আপিলকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করলে এই বিষয়ে অসংখ্য রায়কে উপেক্ষা করা হবে। আপিলকারীদের জন্য একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে ঘোষিত আইনি অবস্থান তুচ্ছ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে ব্যাপামের প্রতিনিধিত্বকারী সম্মানিত আইনজীবীর উল্লিখিত রায়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।"

১০৮. ...বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপিলকারীদের এমবিবিএস কোর্সে ভর্তিকে বৈধতা দেওয়া সমীচীন হবে না। অতএব, আমরা আপিলকারীদের পক্ষ থেকে করা উপরোক্ত প্রার্থনা খারিজ করছি।

৪৩. চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা বনাম জগদীশ বলরাম বাহির ও অন্যান্যরা ([১৭]) মামলায় এই আদালতের অন্য একটি তিন বিচারকের বেঞ্চ নিয়োগের জন্য জাল জাতিগত সনদ পেশ করার পরিণতি পরীক্ষা করছিল। আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়:

"৬৯. এই কারণগুলির জন্য, আমরা রায় দিচ্ছি এবং ঘোষণা করছি যে:

xx xx xx

৬৯.৩ এই আদালতের আর. বিশ্বনাথ পিল্লাই [আর. বিশ্বনাথ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য, (২০০৪) ২ এসসিসি ১০৫ : ২০০৪ এসসিসি (এলঅ্যান্ডএস) ৩৫০] এবং দত্তাত্রয় [ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম দত্তাত্রয়, (২০০৮) ৪ এসসিসি ৬১২ : (২০০৮) ২ এসসিসি (এল এবং এস) ৬] মামলায় তিন বিচারকের বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়গুলি এই আইনি নীতি নির্ধারণ করেছে যে, যেখানে একজন ব্যক্তি একটি সংরক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে কোনো সুবিধা - যেমন একটি পদে নিয়োগ বা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি - লাভ করেন, যার জন্য সুবিধাটি সংরক্ষিত, সেখানে যাচাইকরণের পর জাতি বা উপজাতি দাবির অবৈধতা নিয়োগ বা, ক্ষেত্রবিশেষে, ভর্তিকে বাতিল বা অকার্যকর করে তুলবে।

xx xx xx

৬৯.৭ একটি জাতিগত দাবির ভিত্তিতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা, যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে, জাতিগত দাবির অবৈধতা থেকে উদ্ভূত একটি প্রয়োজনীয় পরিণতি এবং এতে পূর্ববর্তী কার্যকারিতার কোনো প্রশ্ন উঠবে না;"

৪৪. উপরোক্ত রায়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলগুলির অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগকে অনিয়মিত নিয়োগ বলা যাবে না। উমা দেবী মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অনুপাত অনুসারে এই ধরনের নিয়োগগুলি অবৈধ নিয়োগ। কারণ এই ধরনের নিয়োগগুলি কোনো অনুমোদিত পদ ছাড়াই, যোগ্য সকল প্রার্থীকে আবেদন করার

---

[১৭] (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৬৭০

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম দেবেন্দ্র শর্মা ১০২১

[হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি]

এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং নিয়োগের কোনো পদ্ধতি ছাড়াই করা হয়েছিল।এই ধরনের নিয়োগগুলো ছিল পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের কাজ, এবং তাই কোনো বিচারিক মানদণ্ডেই এগুলোকে অনিয়মিত নিয়োগ বলা যায় না। এগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা অবৈধ নিয়োগ।

৪৫. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১১ সালের ১২ই জুলাইয়ের আদেশ বা অন্যান্য অনুরূপ আদেশ আইনত টিকতে পারে না এবং তাই সেগুলো বাতিল করা হলো। রাজ্যের দায়ের করা আপিলগুলো মঞ্জুর করা হলো।

৪৬. ২০১৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের হাইকোর্টের আদেশে আমরা কোনো ত্রুটি খুঁজে পাইনি, এবং তাই সেই আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের দায়ের করা আপিলগুলো খারিজ করা হলো। যদি কোনো আবেদন বিচারাধীন থাকে, তাহলে সেগুলোর নিষ্পত্তি করা হবে।

নিধি জৈন আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Arfa Banerjee